বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়

Office of the Administrator of Waqf, Bangladesh.

৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০ 4 new eskaton road.Dhaka-1000

ফোন : ৯৩৫৭৬৮২ ফ্যাক্স # ৯৩৫৭১৭৫ ই-মেইল # info@ waqf.gov.bd Website:www.waqf.gov.bd

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসনের গত ৭ বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন

ভূমিকা : বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন একটি ধর্মীয় ,সামাজিক ও সেবামূলক স্ব-শাসিত সংসহা। বিগত ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্ফ এ্যাক্ট এর বলে এ সংস্থার সৃষ্টি। বর্তমানে ১৯৬২ সনের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সহ ওয়াক্ফ এষ্টেট সমূহের তদারকি, নিয়ন্ত্রন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাই এ সংস্থার মূল লক্ষ্য। ওয়াক্ফ প্রশাসন একটি পূরাতন সংস্থা হলেও দীর্ঘদিন এর তেমন কোন উন্নয়ন হয়নি। বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। সে লক্ষ্যেই এ প্রশাসন দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সরকারের ৭ বছরে এ প্রশাসনের উন্নয়নের ধারাবাহিক বিবরণ পেশ করা হলোঃ

(ক) **ওয়াক্ফ চাঁদা আদায়ঃ**- ওয়াক্ফ প্রশাসনের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হলো ওয়াক্ফ চাঁদা আদায়। বিগত ৭ বছর অর্থ্যাৎ ২০০৮-০৯ অর্থ বছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত ওয়াক্ফ চাঁদা আদায়ের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

ক্রমিক নং	অর্থবছর	টাকার পরিমাণ
১	২০০৮-২০০৯	২,৮৩,১৯,০৪৫/=
২	২০০৯-২০১০	৩,২৯,৮১,৮০৯/=
৩	২০১০-২০১১	৪,১৩,৪৩,৪০৯/=
৪	২০১১-২০১২	৪,৮২,৯২,২১৫/=
৫	২০১২-১৩	৫,৪১,২০,৮৮৮/-
৬	২০১৩-২০১৪	৫,২০.১০,৩৬২/-
৭	২০১৪-২০১৫	৫,৮৬,৬২,২৮৭/-

বর্তমান সরকারের ৭ (সাত) বছরে ওয়াক্ফ চাঁদা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে ওয়াক্ফ প্রশাসনের কর্মকান্ডে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ওয়াক্ফ চাঁদা আদায়ের দাবী নির্ধারণ করা হয়েছে ১০,০৩,১৮,৭৯৩/- টাকা। দাবী নির্ধারণও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

(খ) **ওয়াক্ফ ভবনঃ-** ২০ তলা ভিত বিশিষ্ট ওয়াক্ফ ভবনের ৫তলা পর্যন্ত ২০০৫ সাল নাগাদ নির্মিত হয়েছে। ভবনের উপরে আরও ৩ (তিন) তলা পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য একটি Vertical Extension Project হাতে নেয়া হয়েছে। যা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

(গ) **অডিট আপত্তিঃ-** ওয়াক্ফ প্রশাসনের সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। একটি মাত্র অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি রয়েছে। যা নিষ্পত্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীনে রয়েছে।

(ঘ) **লোকবল নিয়োগঃ-**এ প্রশাসনে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে ৩৪ টি পদ শূন্য ছিল। এর মধ্যে ২০১১ সনে ৮ জন এবং ২০১২ সনে ২৩ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে ৮ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান আছে। এছাড়া ওয়াক্ফ প্রশাসনের মামলা পরিচালনার জন্য ১০ জন প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। ওয়াক্ফ প্রশাসনের কার্যক্রম আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পূর্বের ২২টি অঞ্চলের পরিবর্তে ৩৮টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। নতুন সৃজিত অঞ্চলগুলোতে ওয়াক্ফ পরিদর্শক/হিসাব নিরীক্ষক পদায়ন করা হয়েছে।

(ঙ) মামলা নিস্পত্তিঃ- মোতাওয়াল্লী নিয়োগ, মোতাওয়াল্লী অপসারণ, ও অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা করা হয়। গত ৭ (সাত) বছরে ২২৭ টি মামলা নিস্পত্তি করা হয়েছে।

(চ) সাংগঠনিক কাঠামোঃ- ১০৪৮ জন জনবল সম্বলিত একটা সুসামঞ্জস্য হালনাগাদ সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠান হয়েছে। উল্লেখ্য যে বর্তমান কাঠামোতে মাত্র ১১১ জন জনবলের সংস্থান আছে। এ অপ্রতুল জনবল দিয়ে ওয়াক্ফ প্রশাসনের সামগ্রিক কাজকর্ম পরিচালনা করা দুরূহ হয়ে পড়েছে।

(ছ) তালিকাভূক্তি ও মোতাওয়াল্লী নিয়োগঃ- বিগত বছরগুলিতে গড়ে প্রতি বছরে ১১০ টি এস্টেট তালিকাভুক্তি হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে মাদারীপুর জেলায় ৮৫০টি সহ ১৭০৭ টি ওয়াক্ফ এস্টেট তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও পূর্বের তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ এষ্টেটের মোতাওয়াল্লী মৃত্যুবরণ করায় বিগত ৭ (সাত) বছরে ৭৩৫টি এষ্টেটের মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হয়েছে। নতুন এস্টেট তালিকাভূক্তির ফলে আগামী অর্থ বছরে ওয়াক্ফ চাঁদার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে।

(জ) **সিটিজেন চার্টারঃ-** ওয়াক্ফ এষ্টেটের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সেবা প্রদানের জন্য নতুন নিয়মে সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

(ঝ) **পৃথক খতিয়ান সৃজনঃ-** ওয়াক্ফ ভূমি বেদখল হওয়া রোধ কল্পে সরকারী ১নং খতিয়ানের ন্যায় ওয়াক্ফ সম্পত্তি পৃথক খতিয়ান ভূক্ত করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

(ঞ) **ডিজিটাল প্রশাসন প্রতিষ্ঠাঃ-** ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে ওয়াক্ফ প্রশাসনের সকল কর্মকান্ড ডিজিটাল প্রক্রিয়ার মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে ‘‘ওয়াক্ফ এষ্টেট সমূহের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ, আধুনীকিকরণ ও কম্পিউটারায়ন শীর্ষক কর্মসূচি’’ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মাধ্যমে ওয়াক্ফ প্রশাসনের কাজে গতিশীলতা বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ট) সারা বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ওয়াক্ফ এষ্টেটের উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে তথ্যাবলী সংগ্রহ করে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও কক্সবাজারের উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক এষ্টেট উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ সকল এষ্টেটের জমিতে পরিকল্পিত উপায়ে বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা গেলে এষ্টেটের তথা ওয়াক্ফ প্রশাসনের আয় বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং এ আয় ওয়াকফের উদ্দেশ্য সাধন এবং দেশের দরিদ্র জনগনের কল্যাণে ব্যয় করা সম্ভব হবে। এতদুদ্দেশ্যে ‘‘ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩’’ মহান জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। তাছাড়া Waqfs (Amendment) Act, 2013 মহান জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে।

ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন বিশেষ বিধান আইন ২০১৩ (২০১৩ সনের ০৫ নং আইন) এর আলোকে বর্ণিত আইনের ০৮ ধারামতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তরের যাবতীয় প্রক্রিয়া এ কমিটির সিদ্ধান্ত ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়। ফলে ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে জটিলতা দূর হয়েছে এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত আইনের আলোকে কয়েকটি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

(ঠ) "ওয়াক্ফ এষ্টেট সমূহের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ, আধুনীকিকরণ ও কম্পিউটারায়ন শীর্ষক কর্মসূচি" শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে অ-তালিকাভুক্ত ১,৩৯,২৫৬টি ওয়াক্ফ এস্টেট চিহ্নিত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে উক্ত এস্টেটগুলি তালিকাভুক্ত করা হবে।

মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান
সহকারী প্রশাসক (প্রশাঃ)
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন